যঈফ ও জাল হাদিস

হাদিস নাম্বারঃ ১৯০১

১/ বিবিধ

আরবী

الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب، والصدقة تطفىء الخطيئة كما تطفىء الماء النار، والصلاة نور المؤمن، والصيام جنة من النار

ضعيف

رواه ابن ماجه (4210) وأبو يعلى في مسنده (179 / 2) والمخلص في " الفوائد المنتقاة " (1 / 24 / 1 ـ 2) وأبو طاهر الأنباري في " المشيخة" (ق 138 / 2) عن محمد بن أبي فديك عن عيسى بن أبي عيسى الحناط عن أبي الزناد عن أنس بن مالك مرفوعا. وكذا رواه أبو القاسم الفضل بن جعفر المؤذن في "نسخة أبي مسهر ... " (63 / 1) وابن أخي ميمي في " الفوائد المنتقاة " (2 /82/ 2) والقضاعي (ق 194 / 2) والخطيب في " الموضح " (1 / 83 ـ 84) وابن عساكر في " التاريخ " (9 / 90 / 1 و10 / 323 / 2) . قلت: وهذا إسناد ضعيف جدا، الحناط هذا متروك كما في " التقريب ". والشطر الأول منه أخرجه القضاعي (88 / 1) عن عمر بن محمد بن حفصة أبي حفص الخطيب قال: أخبرنا محمد بن معاذ بن المستملي ـ بحلب ـ قال: أخبرنا القعنبي عن مالك عن نافع عن ابن عمر
مرفوعا. قلت: وعمر هذا، لا يعرف، ذكره في " الميزان " ولم يذكر فيه شيئا سوى هذا الحديث من طريق القضاعي، وقال: " فهذا بهذا الإسناد باطل " وأقره الحافظ في " اللسان ". قلت: ومحمد بن معاذ بن المستملي، لم أعرفه، ويحتمل أن يكون هو محمد بن معاذ بن فهد الشعراني أبو بكر النهاوندي الحافظ، فقد كان يقول إنه لقي جماعة

من القدامة منهم القعنبي، فإن يكن هو، فهو واه كما قال الذهبي. وله شاهد يرويه محمد بن الحسين بن حريقا البزار قال: أنبأنا الحسن بن موسى الأشيب: حدثنا أبو هلال عن قتادة عن أنس مرفوعا به أخرجه ابن شاذان الأزجي في " الفوائد المنتقاة " (1 / 126 / 2) والخطيب في " التاريخ " (2 / 227) . قلت: وهذا إسناد ضعيف، أبو هلال اسمه محمد بن سليم الراسبي، قال الحافظ: " صدوق، فيه لين ". ومحمد بن الحسين هذا لم أعرفه، وفي ترجمته أورده الخطيب، ولم يذكر فيها شيئا سوى هذا الحديث، ومع ذلك فقد حسن العراقي إسناده في " تخريج الإحياء " (1 / 45) ! واقتصر على تضعيف إسناد ابن ماجه! والله أعلم. وله شاهد من حديث أبي هريرة وهو الآتي بعده: وجملة الصدقة لها شواهد تتقوى بها، فانظر " الترغيب " (2 / 22) وجملة الصلاة تقدمت برقم (1660) وجملة الصيام ثابتة أيضا من حديث جابر وعائشة. انظر " الترغيب " (2 / 60)

বাংলা

১৯০১। হিংসা সৎকর্মগুলোকে খেয়ে ফেলে যেমন আগুন কাঠকে খেয়ে ফেলে। সাদাকাহ ভুলকে নিভিয়ে (মোচন করে) ফেলে যেমন পানি আগুন হতে রক্ষার ঢাল।

হাদীসটি দুর্বল।

হাদীসটিকে ইবনু মাজাহ্ (৪২১০), আবূ ইয়ালা তার "মুসনাদ" গ্রন্থে (২/১৭৯), আলমুখাল্লেস "আলফাওয়াইদুল মুনতাকাত" গ্রন্থে (১/২৪/১-২) ও আবু তাহের আম্বারী "আলমাশীখাহ" গ্রন্থে (কাফ ২/১৩৮) মুহাম্মাদ ইবনু আবূ ফুদায়েক হতে, তিনি ঈসা ইবনু আবূ ঈসা হান্নাত হতে, তিনি আবুয যিনাদ হতে, তিনি আনাস ইবনু মালেক (রাঃ) হতে মারফু' হিসেবে বর্ণনা করেছেন।

অনুরূপভাবে হাদিসটিকে আবুল কাসেম ফাযল ইবনু জা'ফার "নুসখাতু আবু মুসহির..." গ্রন্থে (১/৬৩), ইবনু আখী মীমী "আলফাওয়াইদুল মুনতাকাত" গ্রন্থে (২/৮২/২), কাযাঈ (কাফ ২/১৯৪), খাতীব "আলমুওয়াযযেহ" গ্রন্থে (১/৮৩-৮৪) ও ইবনু আসাকির "আততারীখ" গ্রন্থে (৯/৯০/১, ১০/৩২৩/২) বর্ণনা করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছিঃ এ সনদটি খুবই দুর্বল। এ হান্নাত মাতরূক, যেমনটি "আত-তাকরীব" গ্রন্থে এসেছে।

হাদীসটির প্রথম অংশটুকুকে কাযাঈ (১/৮৮) উমর ইবনু মুহাম্মাদ ইবনু হাফসাহ আবু হাফস খাতীব হতে, তিনি

মুহাম্মাদ ইবনু মু'য়ায ইবনু মুস্তামেলী হতে, তিনি কা'নবী হতে, তিনি মালেক হতে, তিনি নাফে হতে, তিনি আব্দুল্লাহ ইবনু উমার (রাঃ) হতে মারফু' হিসেবে বর্ণনা করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছিঃ এ উমার ইবনু মুহাম্মাদকে চেনা যায় না। তাকে হাফিয যাহাবী "আলমীযান" গ্রন্থে উল্লেখ করে কাযাঈর সূত্রে এ হাদীসটি বর্ণনা করা ছাড়া তার সম্পর্কে কিছু উল্লেখ করেননি। আর তিনি বলেছেনঃ হাদীসটি এ সনদে বাতিল।

হাফিয ইবনু হাজার "আললিসান" গ্রন্থে তার এ কথাকে সমর্থন করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছিঃ মুহাম্মাদ ইবনু মুয়ায ইবনু মুস্তামেলীকে আমি চিনি না। হতে পারে তিনি মুহাম্মাদ ইবনু মুয়ায ইবনু ফাহদ শারানী আবু বাকর নাহাআন্দী হাফেয। তিনি বলতেন যে, তিনি একদল কুদামীর সাথে মিলিত হয়েছেন। তাদের মধ্যে কানবী রয়েছেন। যদি এরূপ হয় তাহলে তিনি দুর্বল যেমনটি হাফিয যাহাবী বলেছেন।

তার একটি শাহেদ রয়েছে যেটিকে মুহাম্মাদ ইবনুল হুসাইন ইবনু হুরাইকা বাযযার বর্ণনা করেছেন হাসান ইবনু মূসা আশইয়াব হতে, তিনি আবূ হিলাল হতে, তিনি কাতাদাহ হতে, তিনি আনাস (রাঃ) হতে মারফূ' হিসেবে বর্ণনা করেছেন।

এটিকে ইবনু শাযান আযজী "আলফাওয়াইদুল মুন্তাকাত" গ্রন্থে (১/১২৬/২) ও খাতীব "আততারীখ" গ্রন্থে (২/২২৭) বর্ণনা করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছিঃ এ সনদটি দুর্বল। আবু হিলালের নাম হচ্ছে মুহাম্মাদ ইবনু সুলাইম রাসেবী। হাফিয বলেনঃ তিনি সত্যবাদী, তার মধ্যে দুর্বলতা রয়েছে।

আর মুহাম্মাদ ইবনুল হুসাইনকে আমি চিনি না। তার জীবনীতে খাতীব হাদীসটিকে উল্লেখ করে সেখানে শুধুমাত্র এ হাদীসটি উল্লেখ করেছেন। তা সত্ত্বেও হাফিয ইরাকী "তাখরীজুল ইহইয়া" গ্রন্থে (১/৪৫) এ সনদটি হাসান আখ্যা দিয়েছেন আর ইবনু মাজার সনদটিকে দুর্বল আখ্যা দিয়েছেন।

আবু হুরাইরাহ (রাঃ)-এর হাদীস হতে এর আরেকটি শাহেদ বর্ণিত হয়েছে। সেটি সম্মুখের হাদীসটি।

সাদাকাহ সম্পর্কিত বাক্যটি কতিপয় শাহেদের দ্বারা শক্তিশালী হয়ে যায়। দেখুন "আততারগীব" (২/২২)। সালাতের বাক্যটি (১৬৬০) নম্বরে আলোচিত হয়েছে। সওমের বাক্যটি জাবের (রাঃ) এবং আয়েশা (রাঃ)-এর হাদীস হতে (সহীহ হিসেবে) সাব্যস্ত হয়েছে। দেখুন "আততারগীব" গ্রন্থ (২/৬০)।

হাদিসের মান: যঈফ (Dai'f) পুনঃনিরীক্ষিত

পাবলিশারঃ তাওহীদ পাবলিকেশন

Link — https://www.hadithbd.com/hadith/link/?id=72784

হাদিসবিডির প্রজেক্টে অনুদান দিন